বিভিন্ন ধরণের অপপ্রচারের খন্ডন জানতে লিফলেটটি পড়ুন...

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নাই, মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্‌র রসূল

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর পরিচিতি

নরওয়ের অসলোতে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কর্তৃক সদ্যনির্মিত স্ক্যান্ডিনেভিয়ার সর্ববৃহৎ মসজিদ 'বায়তুন নস্‌র'

আমাদের ধর্ম বিশ্বাস

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) বলেন:

"আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারাংশ ও সারমর্ম হলো- **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্**। এ পার্থিব জীবনে আমরা যা বিশ্বাস করি এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ও তাঁরই প্রদত্ত তওফীকে যা নিয়ে আমরা এ নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করবো তা হচ্ছে, আমাদের সম্মানিত নেতা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.) হলেন **'খাতামান্ নবীঈন'** ও **'খায়রুল মুরসালীন'** যাঁর মাধ্যমে ধর্ম পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে এবং যে নেয়ামত দ্বারা সত্যপথ অবলম্বন করে মানুষ আল্লাহ্ তা'লা পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে তা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। আমরা দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বিশ্বাস রাখি, কুরআন শরীফ শেষ ঐশী-গ্রন্থ এবং এর শিক্ষা, বিধান, আদেশ ও নিষেধের মাঝে এক বিন্দু বা কণা পরিমাণ সংযোজনও হতে পারে না আর বিয়োজনও হতে পারে না। এখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এমন কোন ওহী বা ইলহাম হতে পারে না যা কুরআন শরীফের আদেশাবলীকে সংশোধন বা রহিত কিংবা কোন একটি আদেশকেও পরিবর্তন করতে পারে। কেউ যদি এমন মনে করে তবে আমাদের মতে সে ব্যক্তি বিশ্বাসীদের জামাত বহির্ভূত, ধর্মত্যাগী ও কাফির। আমরা আরও বিশ্বাস রাখি, সিরাতে মুস্তাকীমের উচ্চমার্গে উপনীত হওয়া তো দূরের কথা, কোন মানুষ আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অনুসরণ ছাড়া এর সামান্য পরিমাণও অর্জন করতে পারে না। আমরা আমাদের নবী (সা.)-এর সত্যিকার ও পূর্ণ অনুসরণ ছাড়া কোন ধরনের আধ্যাত্মিক সম্মান ও উৎকর্ষ কিংবা মর্যাদা ও নৈকট্য লাভ করতে পারি না।"

[ইযালায়ে আওহাম, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৩৭-১৩৮]

আহমদীয়াত-খাঁটি ইসলামের অপর নাম

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী
(১৮৩৫-১৯০৮)

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী শেষ যুগে মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য এবং হারানো ঈমান পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.) আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে ভারতের পাঞ্জাবের কাদিয়ানে আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁর পবিত্র নাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)। তিনি এসে ইসলামের খাঁটি শিক্ষা পুনরুজ্জীবিত ও পুনর্বাসিত করার জন্য ১৮৮৯ (১৩০৬ হিজরী) সনে আল্লাহ্‌র আদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেন। ১৩২৬ হিজরীতে তাঁর মৃত্যুর পর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ঐশী খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে পঞ্চম খলীফার যুগ চলছে। তাঁর পবিত্র নাম হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)। বর্তমানে এই ঐশী জামা'ত বিশ্বের ২০০টি দেশে একক ঐশী নেতৃত্বে শান্তিপূর্ণ ভাবে ইসলাম প্রচার ও প্রসারে রত।

বাংলাদেশের মাটিতে এই ঐশী জামা'ত ১৯১২ সালের শেষে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এদেশে শত শত শাখা-উপশাখায় এ জামা'ত বিস্তৃত। এর দেশীয় কেন্দ্র ঢাকার বকশীবাজারে অবস্থিত।
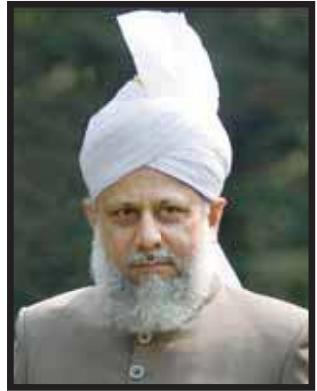
যুগ-খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)
খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস

মহানবী (সা.)-এর আদেশ অনুযায়ী ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর নিকট বয়আতকারী আহমদী তরীকার মুসলমানরা আজ সারা পৃথিবীতে এক মহান আধ্যাত্মিক জেহাদে রত। আপনি কি বিষয়টি যাচাই বাছাই করে আপনার ঈমানী দায়িত্ব পালন করেছেন ?

দেশে দেশে আহমদীয়া মসজিদ

লন্ডনে অবস্থিত ইউরোপের সর্ববৃহৎ মসজিদ 'বায়তুল ফুতুহ্'

কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবিতে অবস্থিত আহমদীয়া মসজিদ

অষ্ট্রেলিয়ার সিডনীতে অবস্থিত আহমদীয়া মসজিদ 'বায়তুল হুদা'

ইন্দোনেশিয়ার জোজাকার্তায় আহমদীয়া মসজিদ 'মসজিদে নস্‌র'

রাবওয়া-র মসজিদে আকসার সামনে ১৯৮৩ সালের জলসা

'বায়তুল ইসলাম' মসজিদ, ভন, অন্টারিও, কানাডা

"আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাব।"
ইলহাম-হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)
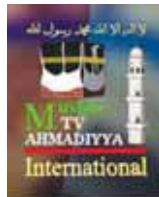
আমাদের দাবীর মূল ভিত্তি হচ্ছে হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু

فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِىْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ ط

অর্থ: **কিন্তু তুমি যখন আমাকে মৃত্যু দিলে তখন একমাত্র তুমিই তাদের তত্ত্বাবধায়ক ছিলে।** [সূরা আল্ মায়েদা: ১১৮ আয়াতাংশ]

'মানুষ মাত্রই মরণশীল'- এই চিরন্তন নিয়ম এবং কুরআনের অমোঘ ঘোষণা অনুযায়ী হযরত ঈসা (আ.) স্বাভাবিকভাবে মারা গেছেন।

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ قف ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ﴿٥٨﴾

অর্থ: **প্রতিটি প্রাণ মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। এরপর আমাদের দিকেই তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে।** [সূরা আনকাবুত: ৫৮]

অতএব ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখিত আগমণকারী ঈসা নবীউল্লাহ্, ঈসার গুণে গুণান্বিত রূপক এক ঈসা ছাড়া অন্য কেউ নন। **আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) আল্লাহ্‌র আদেশে সেই রূপক ঈসা হবার দাবী করেছেন।**

যিনি ঈসা, তিনিই মাহ্‌দী

মহানবী (সা.) স্পষ্টভাবে বলেছেন,

وَ لَا الْمَهْدِيُّ اِلَّاعِيْسٰى ابْنُ مَرْيَمَ

অর্থ: **'প্রতিশ্রুত মাহ্‌দী (আ.) আগমনকারী ঈসা ইবনে মরিয়ম ছাড়া অন্য কেউ নন।'** [সুনানে ইবনে মাজা, বাব শিদ্দাতুয্ যামান]

‘নবী মোর পরশমণি
নবী মোর সোনার খণি
নবী নাম জপে যেজন
সেইতো দু’জাহানের ধনী।’

খাতামান নবীঈন
হযরত মুহাম্মদ (সা.)

عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
اِنِّي عَبْدُ اللهِ لَخَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ وَ اِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِيْ طِيْنَتِهِ

মহানবী (সা.) বলেছেন: ‘আমি নিশ্চয়ই তখনও আল্লাহ্‌র বান্দা ও খাতামান নবীঈন ছিলাম যখন আদম (আ.) কর্দমাক্ত অবস্থায় তাঁর সৃষ্টির সূচনায় ছিলেন।’ [মুসনাদ আহমদ, হাদীস:১৭২৮০]

আমরা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে সর্বান্তকরণে ‘খাতামান নবীঈন’ বলে বিশ্বাস করি। সহীহ্ হাদীস অনুযায়ী, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তখনও খাতামান নবীঈন ছিলেন যখন আদমের সৃষ্টিও সম্পন্ন হয় নি। হযরত মুহাম্মদ (সা.) হলেন আধ্যাত্মিক জগতের পরশমণি। তাঁর ছোঁয়ায় মাটির ঢেলাও সোনা হতে পারে এবং হয়েছেও। প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্‌দী (আ.) তাঁর এক ফার্সী কবিতায় বলেছেন:

‘এই বহমান ঝর্ণাধারা যা খোদার বান্দাদের মাঝে
আমি বইয়ে দিলাম,
এ যে মুহাম্মদ (সা.)-এর আত্মিক উৎকর্ষ-সাগরের
একটি বিন্দু মাত্র।’

আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের ব্রত:

“ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো ‘পরে”

"Love for all
Hatred for none"

শেষ যুগের প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্দী কোথায় ?

কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী শেষ যুগের অর্থাৎ ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর যুগের অনেকগুলো লক্ষণ রয়েছে। সেগুলো স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। যেমন:

- মুসলমানদের মাঝে অনৈক্য ও দলাদলি।
- মিথ্যা ও দূর্নীতির সর্বগ্রাসী প্রাদুর্ভাব।
- বাহন হিসেবে উট পরিত্যক্ত, দ্রুত গতির যানবাহন উদ্ভাবন।
- বিধ্বংসী আগ্নেয়াস্ত্রধারী পরাশক্তি তথা ইয়াজুজ-মাজুজের উত্থান।
- ত্রিত্ববাদী খ্রিস্টান তথা দাজ্জালের সর্বগ্রাসী আগ্রাসন।
- একই রমযান মাসে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ।
- সুদ, মদ, জুয়া ও ব্যভিচারের ছড়াছড়ি।
- দাব্বাতুল আর্য তথা প্লেগের প্রাদুর্ভাব।
- নর্তকী ও গায়িকাদের প্রাধান্য।
- উঁচু উঁচু অট্টালিকা নির্মাণের প্রতিযোগিতা ইত্যাদি ইত্যাদি।

একই রমযানে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর সত্যতার অকাট্য প্রমাণ

إِنَّ لِمَهْدِيْنَا آيَتَيْنِ لَمْ تَكُوْنَا مُنْذُ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
تَنْكَسِفُ الْقَمَرُ لِأَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ وَتَنْكَسِفُ الشَّمْسُ فِيْ
النِّصْفِ مِنْهُ وَلَمْ تَكُوْنَا مُنْذُ خَلَقَ اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ

অর্থ: **'নিশ্চয় আমার মাহ্দীর জন্য এমন দু'টি লক্ষণ আছে যা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি অবধি অন্য কারো সত্যতার নিদর্শন স্বরূপ প্রদর্শিত হয় নি। একই রমযানে (চন্দ্রগ্রহণের) প্রথম রাতে চন্দ্রগ্রহণ ও (সূর্যগ্রহণের) মধ্যম দিনে সূর্যগ্রহণ হবে। আর আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি অবধি এ দু'টি নিদর্শন কারও জন্য অনুষ্ঠিত হয় নি।'** [দারকুতনী, কিতাবুল ঈদাইন, বাব সালাতুল কুসুফ ওয়াল খুসুফ]

এসব লক্ষণ প্রকাশিত হয়েছে এবং ১৮৯৪ ও ১৮৯৫ সনে হাদীসে উল্লেখিত একই রমযানের নির্ধারিত তারিখে চন্দ্র-সূর্য গ্রহণও অনুষ্ঠিত হয়েছে। তখন একমাত্র হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহ্দী হবার দাবীদার ছিলেন। অতএব তাঁর সত্যতা অকাট্যভাবে প্রমাণিত।

বিশ্ব মুসলিম সংহতির প্রতীক: খিলাফত

অতএব পবিত্র কুরআন ও মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী শেষ যুগের প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্দী যথাসময়ে এসে গেছেন। তাঁর পবিত্র নাম **হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)**। তিনি দোয়া, ভালোবাসা, অকাট্য যুক্তি ও নিদর্শন বলে ইসলামের আধ্যাত্মিক বিজয়ের সূচনা করে গেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর প্রতিষ্ঠিত খিলাফতের অধীনে এই বিজয়যাত্রা অব্যাহত রয়েছে।

আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মুসলিমিন হযরত মীর্যা মাসরুর আহমদ (আই.)-এর হাতে সারা বিশ্বের বিভিন্ন জাতি-বর্ণের মানুষ বয়আত করছেন।

ঐশী খিলাফত: মুসলিম ঐক্যের একমাত্র পথ

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) আদেশ করেছেন,

تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَ اِمَامَهُمْ

অর্থ: '**তোমরা মুসলমানদের ঐশী জামা'ত ও এদের ইমামকে আঁকড়ে ধর।**' [বুখারী শরীফ, কিতাবুল মানাকেব]

চলুন আমরা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের খাতিরে বিষয়টি যাচাই-বাছাই করে নিজেদের ঈমানী দায়িত্ব পালন করি।

যোগাযোগ:
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১
ফোন: ৭৩০০৮০৮, ৭৩০০৮৪৯
Log in: www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org

প্রয়োজনে :

* প্রকাশকাল: ৩ ডিসেম্বর ২০১১, ১০,০০০ কপি (৫)